সাংগঠনিক রিপোর্ট

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ

সাংগঠনিক রিপোর্ট

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ এর প্রথম কংগ্রেস উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা।

কংগ্রেসে উত্থাপিত সাংগঠনিক রিপোর্টে সংক্ষেপে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গড়ে উঠা এবং আমাদের পার্টি গড়ে তোলার পটভূমি উল্লেখ করা হলো।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠলেও তার তীব্রতা বাংলায় ছিল অনেক বেশি। ১৯৪৭ সালে উপমহাদশকে ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্তির মধ্য দিয়ে প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ভাষাভিত্তিক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে উভয় দেশেই বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্ব এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ভারত জাতিরাষ্ট্র হিসেবে একভাবে গড়ে উঠলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রে তা সম্ভব হয়নি। কারণ ধর্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন দিক থেকে পাকিস্তানের দুই অংশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোন ঐক্যবদ্ধ জাতি বৈশিষ্ট্যগত মিল ছিল না। দুই অংশের ভৌগলিক দূরত্ব প্রায় ২০০০ মাইলের মত। পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি মূলত ছিল অবাঙ্গালি এবং পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক। একই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কার্যত ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় উপনিবেশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের প্রায় ৫৬ ভাগ জনগোষ্ঠী ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। এবং তাদের ভাষা ছিল প্রধানত বাংলা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের উপনিবেশিক শাসনকে স্থায়ী করা এবং কৃত্রিম পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে উর্দুকে

রাষ্ট্র ভাষা করার পদক্ষেপ নেয়। এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের ভেতর থেকে জন্ম লাভ করে নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা। এরপর থেকে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী নানা পর্যায়ের আন্দোলন সংগ্রাম এর পথ অতিক্রম করে ১৯৭১ সালে জনযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত বঞ্চিত সর্বহারা শ্রেণি ও উঠতি ধনী বুর্জোয়াদের মিলিত সংগ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হলেও বুর্জোয়া শ্রেণি এবং তাদের দল আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত এই গণআন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দীর্ঘ সময়ে ভেতর থেকে গড়ে ওঠা জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার প্রকাশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার আর স্বাধীনতাত্তোর সংবিধানে অঙ্গীনারনামা হিসাবে স্বীকৃতি পেল জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র, সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ। এভাবেই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সংবিধানে ৪ মূল নীতি হিসেবে তা লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল শাসকশ্রেণী। যদিও ক্ষমতাসীন শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি জনগণের চাপে এগুলিকে অস্বীকার করতে না পেরে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলেও তা না মেনে বাস্তবে কথার কথায় পরিণত করে। মুক্তিযুদ্ধের মউল চেতনা সমাজতন্ত্রের বিপরীতে পুঁজিবাদী পথেই রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। স্বাধীনতাত্তোর গত ৫০ বছর সে পথ ধরে চলায় তার মাত্রা বেড়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের এই গণআকাঙ্ক্ষা বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থী দল ও শক্তিসমূহ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং নানা ধারায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনার প্রচেষ্টা চালায়। তবে এর মধ্যে প্রধান আলোড়ন সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। জাসদ আওয়ামী লীগের শাসনকে দুঃশাসন হিসেবে অভিহিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলে গণ্য করে। তারা আওয়াজ তুলেছিল, 'আমরা লড়ছি শ্রেণি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে' আর 'বিপ্লব বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব' ছিল তাদের রণধ্বনি। মুক্তিযুদ্ধের মূল

চেতনার সাথে এই স্লোগানকে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করে মুক্তিযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য তরুণ-যুবক এই আহ্বানে সাড়া দেয়। এদের বড় অংশই শাসকদলের সাথে যুক্ত ছিল। অবশ্য এর একটা অতীত ইতিহাস আছে। ১৯৭০ সালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় এই অংশটাই স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। বাস্তবে এরাই ছিল জাসদ এর মূলশক্তি।

আমাদের দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ নানা স্তরের কর্মী সমর্থকবৃন্দের বেশিরভাগই শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার আকাংখায় জাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠার পর জাসদে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি গৃহীত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সংগঠনটি ঘোষিত নীতি ও আদর্শের সাথে একের পর এক অসঙ্গতি সৃষ্টি করে অগ্রসর হতে থাকে। ভুলের পর ভুল পদক্ষেপে সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে। আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলন, বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের যতটুকু ধারনা ছিল সেই বিবেচনা অনুযায়ী জাসদের অভ্যন্তরে বিতর্ক উত্থাপন করেন এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। বিতর্ক চলাকালীন এক পর্যায়ে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ মার্চ ১৯৭৯ 'শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য' পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় এবং তা সকল সাংগঠনিক স্তরে বিলি করা হয়। ঐ বইতে জাসদের জন্মলগ্ন ১৯৭২ সাল থেকে মার্চ ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়কালের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটা সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ তুলে ধরা হয়েছিল। এবং একটি বিপ্লবী দল হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনার নব উদ্যম ও প্রস্তুতি গ্রহণেরও আহ্বান ছিল। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দলের মধ্যে তৈরি হওয়া নানা বিভক্তি-বিভ্রান্তি দূর করে সাংগঠনিক সংহতি সুদৃঢ় করা এবং জনগণের কাছে সব কিছু খোলাসা করে নব উদ্যমে এগিয়ে চলার বিষয়ও ছিল। আত্মসমালোচনা করে বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠায় বলা হয়, 'আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিপূর্ণ সময় বিচারে যে দুটি পর্যায় আমরা চিহ্নিত করলাম, তার একটিতে বাম আর একটিতে ডান ঝোক স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। বলাই বাহুল্য উভয়ের শ্রেণিভিত্তি পেটিবুর্জোয়া,-যা শুরুতে ছিল,

এখনও আছে পরিপূর্ণ মাত্রায়'। একটি বিপ্লব আকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক দলের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা নীতিগত বিচ্যুতির বিষয়ে বিশ্লেষণ দলের পক্ষ থেকে সারা দেশে পাঠানোর পরও জাসদ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যেমন সিরিয়াস আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা গেল না, তেমনি সারা দেশ থেকেও নেতৃত্ব পর্যায়ের কমরেডদের মধ্যেও কোন প্রশ্ন বা আলোড়ন তৈরি হলো না। এ থেকে অনুমান করা যায় যে দলের আদর্শিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটে গিয়েছিল। বইয়ের ৪২ পৃষ্ঠায় আরও বলা হয়েছিল, 'বর্তমান প্রসঙ্গে আন্দোলনের গণতান্ত্রিক এবং গণআন্দোলনের অভ্যন্তর থেকে সমাজতান্ত্রিক শক্তিভিত্তি গড়ে তোলার যে বক্তব্য ও ধ্বনি তোলা হয়েছে তা মোটামুটি সঠিক। কিন্তু একটি পার্টি প্রক্রিয়া ছাড়া সঠিক আন্দোলন রচনার চিন্তা অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থে ও স্বপক্ষে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা অসম্ভব। এই উপলব্ধিতেই সর্বস্তর থেকে আজ দাবি উঠেছে 'পার্টি চাই'। জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায় জাসদ একটা পেটি বুর্জোয়া পার্টি হিসেবেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য চাই বিপ্লবী দল। জাসদ এর অভ্যন্তরে ১৯৭৪ সাল থেকেই একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলমান ছিল। নানা সময়ে মতবাদিক বিতর্কে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনার চেষ্টা শেষে দলের প্রতিষ্ঠাকালীন অঙ্গীকার অনুযায়ী জাসদের ভিতর থেকে বিপ্লবী রাজনীতি বিকশিত হওয়ার বা এই দল দিয়ে সত্যিকার বিপ্লবী পার্টি গড়ার কোন সম্ভাবনা নেই একথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জানিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির ৭ জন সদস্য বেরিয়ে এসে সমমনাদের নিয়ে ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করা হয়। ঘোষণাকালে সর্বশেষ ১৫ জন মিলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কমরেড খালেকুজ্জামানকে আহবায়ক করে ১১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। পরে আরও ২ জনকে কো-অপ্ট করে কমিটি ১৩ সদস্যের রূপ লাভ করে। বাকী ২ জন সদস্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেও বিপ্লবের কঠিন সংগ্রামে সামনের সারিতে দাঁড়াতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশের

সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনও ৪২ বছরে পদার্পণ করল। আমাদের সামর্থের তুলনায় প্রাপ্তি অনেক, ভুল ভ্রান্তির বহরও কম নয়। তবে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগুবার চেষ্টায় পুরো দল সচেষ্ট রয়েছে এটা দাবি করা যায়। আমাদের দল শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আক্রমণের শিকার হয়েছে বহুবার। শ্রমিক আন্দোলনে ঢাকার পোস্তগোলা-শ্যামপুরে কমরেড সুজল, বাচ্চু নারায়ণগঞ্জের বিসিক শিল্প এলাকায় আমজাদ হোসেন কামাল এবং সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে কৃষক আন্দোলনে কমরেড আজিজ ও এলাহী বক্সকে শহীদী মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কারাবাস ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অসংখ্য কমরেড। দলের অভ্যন্তরেও দলকে সঠিক বিপ্লবী ধারায় ধরে রাখতে এবং পরিচালিত করতে অনেক ঘাত প্রতিঘাত সইতে হয়েছে। অনেক নেতা-কর্মী বিরোধ করে দল ছেড়ে গেছেন। তাদেরও দল গড়ায় অনেক অবদান ছিল, তাদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট সামর্থ-দক্ষতা ছিল। কিন্তু তারা দল ছেড়ে গিয়ে দলের বেশ ক্ষতি করেছেন, বাম আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন, তবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন নিজেদের। অনেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন ধারণ করছেন, কেউ মন্ত্রী হয়েছেন, এমপি হয়েছেন, বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন কিন্তু যে মহান আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন, যে মর্যাদাকর জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন তার থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কেউ মৌলবাদীদের মতো গোঁড়ামিবাদে এমন আচ্ছন্ন হয়েছেন যে কোথায় ছিলেন, কোথায় আছেন, কোথায় যাবেন অনির্দিষ্টতায় খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তবে সবাই একরকম নন, দলের সক্রিয় কাজে থাকতে পারেননি এমন অনেক কমরেড দেশে-বিদেশে রয়েছেন যারা তাদের আবেগ অনুভূতি ও অস্তিত্বের সাথে দলকে গেঁথে রেখেছেন, সাধ্যমত নানা প্রয়োজনে অকৃত্রিম দরদে দলকে সহায়তা করে যাচ্ছেন।

আদর্শগত সংগ্রাম ও সাংগঠনিক কাঠামো

আমাদের সংগঠনের প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষা শিবির ও পাঠচক্র পরিচালনা করি। এই শিক্ষা শিবির ও পাঠচক্রের মূল উদ্দেশ্য হলো বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তা কাঠামোর বাইরে দলের মধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শ, লক্ষ্য ও সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া। শিক্ষা শিবির কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দুই স্তরে পরিচালিত হয়। সারা দেশকে ১১টি অঞ্চলে বিভক্ত করে আঞ্চলিক শিক্ষা শিবিরগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে সাধারণত বছরে একবার শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা শিবিরে সারাদেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করে থাকে। এই শিক্ষা শিবির মূলত দুইটি অংশে বিভক্ত থাকে। একটি অংশে রাজনৈতিক-আদর্শগত, সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি আলোচনা করা হয় এবং অপর অংশে সাংগঠনিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা, আন্দোলনে অংশগ্রহনের নানা দিক, যৌথ উদ্যোগ, নেতৃত্বের সংযোজন-বিয়োজন এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। এর বাইরে জেলা-উপজেলাসহ ইউনিটসমূহে পাঠচক্র পরিচালিত হয়।

আমাদের দলের সাংগঠনিক কমিটি স্ব-স্ব এলাকার মান অনুযায়ী গঠিত হয়ে থাকে। দলের সদস্যত্ব চার স্তরে বিভক্ত - প্রাথমিক সদস্য, কর্মী সদস্য, পূর্ণ সদস্য এবং নির্বাহী সদস্য। পার্টি সদস্যদের পরিবারগুলোকে দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে তাদেরকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে সকল পরিবারের সাথে পার্টির যোগাযোগ আছে তাদের বলা হয় পার্টি যোগাযোগের পরিবার, আবার যে-সব পরিবারের কোনো সদস্যই দলের সাথে সরাসরি বা সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত নয় কিন্তু দলকে সমর্থন করে সেই পরিবারকে বলা হয় পার্টি সমর্থক পরিবার।

কিছু পরিবার যাদের কোন কোন সদস্য দলের সাথে যুক্ত কিন্তু সকল সদস্য সম্পৃক্ত না কিন্তু দলকে দলের কমরেডদেরকে নানাভাবে আশ্রয়(Shelter) দেয় তাদেরকে বলা হয় আশ্রয়দাতা(Shelter) পরিবার এবং যে পরিবারের সকল সদস্য দলের সাথে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় সেই পরিবারকে বলা হয় পার্টি পরিবার। দলীয় কর্মীদেরকে দলের সাথে বেশী বেশী সম্পৃক্ত করা, পারস্পরিক বুঝাপড়া বাড়ানো এবং দল কেন্দ্রিক জীবন গড়ে তোলার জন্য পার্টি মেস, পার্টি হাউস, পার্টি সেন্টার এবং পার্টি কমিউনের মাধ্যমে দলকে সুসংগঠিত করার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। দলীয় সমর্থক যারা দলকে তেমন সময় দিতে পারে না কিন্তু দলকে নৈতিকভাবে এবং আদর্শগতভাবে সঠিক মনে করে তাদের নিয়ে গঠন করা হয় সমর্থক ফোরাম। প্রতি বছরই এ-সব সমর্থকদের জন্য মিলন মেলা বা প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এখানে অসংখ্য দলীয় সমর্থকরা পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি নিয়ে অংশগ্রহন করে থাকে। দলীয় সমর্থক-শুভান্যুধায়ীদের বাইরেও বহু বাম প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই প্রীতি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতি বছরই এধরণের সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহন বাড়ছে। দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এমন একটা চেতনা-বোধ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হয় যে তারা কোনো পদ-পদবী ছাড়াই তাদের সর্ব্বোচ্চ কর্মদক্ষতা দিয়ে দলের প্রয়োজনে কাজ করবে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়। সর্বহারা শ্রেণীর দল গড়ে তোলার এই চেতনাই হলো সর্বহারা সংস্কৃতি যা সম্পূর্ণরুপে বুর্জোয়া সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন।

আমাদের পার্টির ১৯৮৩, ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৩ সালের আভ্যন্তরীণ দলীয় সংগ্রামে সকল কমরেডরা অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, আদর্শগত বিতর্ক করতে গিয়ে নিজেদের চেতনার মান উন্নীত হয়েছে, আরও বেশি দলকেন্দ্রিক ও জনমুখী হয়েছে। সমাজে সর্বহারা শ্রেণির সাথে শোষিত আরও বহু উপশ্রেণি রয়েছে। পেটিবুর্জোয়া শ্রেণিও রয়েছে। শুরুতে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দলে সঠিক সর্বহারা শ্রেণি চেতনা ধারণকারী ও শোষিত নানা উপশ্রেণির চিন্তা ধারণকারী ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও পেটি বুর্জোয়া নানা অংশের মানুষ প্রাথমিকভাবে যুক্ত হয়। ফলে এসকল নানা শ্রেণির স্বার্থের চিন্তার অভিঘাত দলে আসবে এবং মাঝে মাঝেই সংকট-সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে

মার্ক্সবাদী শিক্ষা সঠিকতা যাচাইয়ের একমাত্র হাতিয়ার। ফলে সমস্যা আসবেই এবং সমাধানের লড়াইটাও চলবে। এ লড়াই ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠা বা গোষ্ঠীদ্বন্দের লড়াই নয়, বিপ্লবের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্দেশ্য ... লড়াই। মার্কসবাদী মূল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কমরেডরা যখন যে সমস্যা আসবে তখন তা যৌথ প্রচেষ্টায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও ঐক্যবদ্ধ, আরও সংহত, আরও অভিজ্ঞ, আরও গণতান্ত্রিক ও সংস্কৃতিবান হয়ে উঠবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মার্কস-এঙ্গেলস এর লেখা কথাগুলিই শুধু মার্কসবাদ নয়, মার্কসবাদী মূল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার বিশ্লেষণ ধারা ও প্রয়োগপদ্ধতি রপ্ত করাই সঠিক পথে মার্কসবাদ আয়ত্ত করা। বিগত দিনে দলের অভ্যন্তরীন সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের দলের অভ্যন্তরেও মতবাদিক চেতনা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং খুঁতখুঁতে স্বভাব কাটিয়ে খুটিয়ে দেখার মানসিকতা তৈরি হয়েছে, এটা বড় আশার কথা। বুর্জোয়া মানসিকতার উৎস এবং প্রভাব সম্পর্কেও আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে পুঁজিবাদের সংকট নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করবে এবং একটি বিপ্লবী দলকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম জারী রেখে সমস্যার আরও গভীরে গিয়ে সমাধানের পথ বের করতে হবে।

বিপ্লবী সংগ্রাম এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রা, হাজার বছরের অবিরাম চলা। আমাদের দলের কমরেডরাও সেদিক থেকে সতর্ক রয়েছেন। আমাদের দলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাবার কাঁধে চড়ে শিশু সন্তান আসে, মায়ের হাত ধরে শিশু-কিশোর জমায়েত হয়, কিশোর-তরুণ, পৌঢ়-বৃদ্ধ মিলে এক মিছিল এক বিপ্লবী কাফেলা এগিয়ে চলছে। দলের প্রতি শ্রমজীবী মানুষের আগ্রহ অংশগ্রহণও বাড়ছে। বিগত সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমরেড আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন। গতিশীল এই বিশ্বে কোন ব্যক্তি মানুষ চিরস্থায়ী নয়। এখানে এক দল যাবে, আর একদল সামনে এগিয়ে আসবে দায়িত্ব নেবে। গত ৪২ বছরে দলের পক্ষ থেকে নানা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন প্রতিকূলতা আমরা অতিক্রম করেছি। এত সব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাদের দল আদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে একটি বিকাশমান শক্তি হিসেবে এদেশের মাটিতে বিপ্লবী আন্দোলনের পতাকাকে উড্ডীন রেখেছে।

অনেক সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও বাসদ বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে তার বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দলের প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে। বাসদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরপরই ছাত্র গণ আন্দোলনের সূতিকাগারখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচনে আমরা বিপুলভাবে জয়ী হই। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত রাস্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এই দুই বুর্জোয়া ধারার বাইরে একটা বিকল্প রাজনৈতিক স্রোতধারা তৈরির লক্ষ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে সামনে রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি।

বাসদ প্রতিষ্ঠার ঠিক দুই বছরের মাথায়ই শুরু হয় সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যেখানে বাসদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলো। আন্দোলন চলাকালে ১৫ দলীয় জোটের অনেক শরিক দল ১৯৮৬ সালে সামরিক শাসনের অধীনে সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয়। আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমরা ১৫-দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসি, পরে আরও চারটি দল বেরিয়ে আসলে পাঁচটি বাম রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠন করা হয় পাঁচ দলীয় জোট। শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, কৃষক সংগ্রাম পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সম্মিলিত নারী সমাজ, প্রকৌশলী-কৃষিবীদ-চিকিৎসক আন্দোলন(প্রকৃচি) এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যসহ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে প্ল্যাটফর্মগুলি গঠিত হয় তাতে আমাদের দল এবং এর গণসংগঠনসমূহ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ স্কপের ৫ দফা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের দশ দফা প্রণয়নে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৫ দলের অভ্যন্তরে ৯ ও ১১ দলীয় বাম সমঝোতা গড়ে তোলার যে চেষ্টা ছিল তাতেও বাসদ বিশিষ্ট ভূমিকা রাখে। '৯০ এর গণভ্যুত্থানের আগে তিন জোটের রূপরেখা প্রণয়নের সময় লিয়াজো কমিটির সভায় আমাদের দলের পক্ষ থেকে গণঅভ্যুত্থানের পর আন্দোলনকারী শক্তির সরকার গঠন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সংস্থার দাবি সমূহের বাস্তবায়ন করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হল তখন ডান-বাম কোন দলই আমাদের

সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। বাসদের ঐ প্রস্তাব গৃহীত হলে হয়তো বা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্নতর হতে পারতো।

সামরিক স্বৈরশাসনের পতনের পর নতুনভাবে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরু হয় বিশেষভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে আন্দোলন সেখানেও বাসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯২ সালে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে গণ-আদালত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুইটি বৃহৎ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিএনপি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে। তারাও দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খার বিপরীতে কাজ করার কারণে নতুন করে আবারও আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই সময় ১৯৯৪ সালে পাঁচ দলীয় জোট আরও সম্প্রসারিত হয়ে গঠিত হয় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) যা বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে গতির সঞ্চার করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৮ সালে এলডিএফ-এর সাথে আরও চারটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শক্তি যোগ দেওয়াতে গড়ে ওঠে ১১-দলীয় জোট যা বুর্জোয়া দ্বি-দলীয় ধারার বাইরে বিকল্প রাজনৈতিক ধারার সূচনা করে। ২০০৪ সালে ওয়ার্কার্স পার্টি সহ এগারো দলের বেশ কিছু দল আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ১৪ দল গঠন করলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এক নতুন সংকট হাজির হয়। তাঁরা মৌলবাদ-জঙ্গীবাদকে প্রধান বিপদ আখ্যা দিয়ে তাকে মোকাবেলা করার কথা বলে আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে বাম ফ্রন্ট ও এগারো দল ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন আমাদেরকে একাই লড়াই পরিচালনা করে যেতে হয়। এক পর্যায়ে ছোট ছোট কিছু দল, ব্যক্তি ও সংগঠনের সমন্বয়ে 'গণমুক্তি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলন' নামে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমাদের কাজ করতে হয়। এবং এরপরে ৫টি বাম দলের জোট ও গণমুক্তি আন্দোলন মিলে 'গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা' গড়ে তোলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে সিপিবি-বাসদ জোট এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ১৮ জুলাই সিপিবি-বাসদ জোট ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা মিলে আটটি বাম দলের সমন্বয়ে বাম

গণতান্ত্রিক জোট গড়ে তোলা হয়। এর সাথে পরে ওয়ার্কাস পার্টি (মার্কসবাদী) যুক্ত হয়ে ৯টি দলের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরম বাম গণতান্ত্রিক জোট বর্তমানে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

বাম ফ্রন্ট ও ১১ দলীয় জোটের উদ্যোগেই প্রথমে জাতীয় স্বার্থে তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি গঠন করে জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচী নির্ধারণ ও নিজেদের সংহতি রক্ষায় দুর্বলতার কারণে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিস্ক্রিয় হয়ে পড়লে বামদলগুলো তাদের সর্ব্বোচ্চ শক্তি দিয়ে জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনেক সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ তেল, গ্যাস, কয়লা এবং চট্রগ্রাম ও মংলা সমূদ্র বন্দর রক্ষার দাবিতে সফল আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ, বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল তা মূলত বাম রাজনৈতিক দলগুলোকে কেন্দ্রে রেখে উদার গণতান্ত্রিক দল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। বাসদ এই প্ল্যাটফর্ম গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিটি সংগ্রামে সক্রিয় ও শক্তিশালীভাবে অংশগ্রহন করে এসেছে। এই আন্দোলন বাম রাজনৈতিক দলগুলোর বিকল্প রাজনৈতিক ধারা গড়ে তোলার অংশ হিসেবে দ্বি-দলীয় ধারার বিরুদ্ধে একটি প্লাটফর্ম হিসেবেও কাজ করছে। বাসদ অন্যান্য বামপন্থী দলসমূহের সমন্বয়ে বিকল্প বাম স্রোতধারা তৈরি করার প্রচেষ্টা দল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই করে আসছে।

এই জাতীয় কমিটি তেল, গ্যাস, কয়লা, সমূদ্র বন্দর এবং সুন্দরবন রক্ষায় সাধারণ ধর্মঘট, হরতাল, লংমার্চ এবং রোডমার্চসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গণমুখী আন্দোলন পরিচালনা করে। এই আন্দোলন করতে গিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষার লংমার্চ এ অংশ নিয়ে পরীক্ষার কারণে কুমিল্লা থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন মৌলভীবাজার জেলা বাসদ নেতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী সুইট এবং সিলেট জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সুমন। এ সংবাদ লংনার্চ এ অংশগ্রহনকরীদের কাছে পৌছালে সকলে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। এবং কমিটির পক্ষ থেকে সুইট ও সুমনকে জাতীয় সম্পদ রক্ষা আন্দোলনের শহিদ হিসেবে ঘোষণা

করা হয়। লংমার্চ এ কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা বহন করা হয়। ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লা খনি বিরোধী আন্দোলনে তরিকুল, আমিন, সালেকিন তিনজন বিডিআর এর গুলিতে শহিদ হন, ৫০ জন এর অধিক আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেন। জাতীয় সম্পদ রক্ষার এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসংখ্য মানুষ নিপীড়ন-নির্যাতন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন।

বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু করা এবং শ্রমিকদের বেতন আদায়ের দাবীসহ শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে চিটাগাং কোটস বাংলাদেশ, কুমিল্লা হালিমা টেক্সটাইল, চাঁদপুরে ষ্টার আল-কায়েদ এবং ডব্লিউ রহমান জুট মিল, কালিয়াচাপরা সুগার মিল, সিরাজগঞ্জের কওমি জুট মিল, সিলেট টেক্সটাইল মিল, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, শম্ভুগঞ্জ জুট মিল, সাতক্ষীরার সুন্দরবন টেক্সটাইল, তেজগাঁও এস এ ইন্ডাস্ট্রীজ, পোস্তগোলা-শ্যামপুরে শামসির ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ন্যাশনাল ফাউন্ড্রী রি রোলিং মিল, কাজলা স্টীল রি রোলিং মিল এবং গাজীপুরের প্যানডোরা সোয়েটার ফ্যাক্টরীসহ অনেক জায়গাতেই আন্দোলন গড়ে তুলি। এর মধ্যে কিছু আন্দোলনে আমরা বিজয় লাভ করি আর কিছু জায়গায় আন্দোলন এখনও চলছে। মৌলভীবাজারে রত্না চা বাগান চালু করার দাবিতে জুরী থেকে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত লংমার্চ ইত্যাদি আন্দোলন গড়ে তোলার পর সিলেটের অন্যান্য চা বাগানের শ্রমিকেরা দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি ও অন্যান্য দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

চাঁদপুরে ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে খাস জমি বন্টনের দাবিতে বাসদ আন্দোলন গড়ে তোলে। চাঁদপুরের হাইমচরে ভূমিহীন মানুষদের মাঝে খাস জমি বন্টনের দাবীতে আন্দোলন, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সেচের ওপর অবৈধ করারোপ এর বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন এবং কুড়িগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ভিজিডি ও ভিজিএফ এর নামে সরকারী যে কর্মসূচী সেখানে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই পরিচালনা করেছি। আমরা ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ঢাকা থেকে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত লং মার্চ করেছি। টিপাই বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধেও আমরা আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিলেট থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত আরও একটি লংমার্চের কর্মসূচী পালন করেছি।

বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে রাজশাহীতে জেএমবি মৌলবাদী জঙ্গীরা যে

তৎপরতা শুরু করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রথম ডিসি, এসপি বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে উত্তরাঞ্চলে আমাদের সংগঠনের নেতা এবং একটি কলেজের অধ্যক্ষ কমরেড ওয়াজেদ পারভেজ মৌলাবাদীদের আক্রমনের শিকার হন। তিনি মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে আসেন।

আমাদের দলের ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এদেশের ছাত্রসমাজের সকল যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে মজিদ খানের শিক্ষানীতি বিরোধী মধ্য ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক আন্দোলনে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গড়ে তোলায় আমাদের সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবার শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাস্ট্রকে নিতে হবে এবং শিক্ষার বাণিজিক্যীকরণের শাসকদের নানা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে ছাত্রসমাজের সামনে তুলে ধরে সর্বজনীন শিক্ষার দাবিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট অনন্য ভূমিকা পালন করে। কূপমন্ডুক মাদ্রাসা শিক্ষা ও কথিত কারিগরী শিক্ষার প্রসার এর পেছনে শাসকদের হীন উদ্দেশ্যকে উন্মোচিত করে সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, একই ধারার, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিকে আমরা স্পষ্টভাবে ছাত্র সমাজের সামনে নিয়ে আসি। স্নাতক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার দাবি উত্থাপন ও তার স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়। একদিকে শিক্ষার আন্দোলন আবার অন্যদিকে গণতন্ত্র রক্ষা, জাতীয় সম্পদের উপর আগ্রাসন প্রতিরোধ, সন্ত্রাস-দখলদারীত্ব, যৌন নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা ছিলাম সরব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন, পরিবহণের আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ বিরোধী ঐতিহাসিক আন্দোলন, শিবির নিষিদ্ধের আন্দোলন, বুয়েটে সনি হত্যার প্রতিবাদে সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে বর্ধিত বেতন-ফি বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে সম্নাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেছে। স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নির্মাণ করে সারা

বছর ক্লাস চালু রাখা সহ ৮ দফা দাবিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সংকট নিয়ে এক বৃহৎ ছাত্র আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট পরিচালনা করে। দুইটি সফল ছাত্র ধর্মঘট, কনভেনশনসহ নানা কর্মসূচী পালন করা হয়। স্কুল পর্যায়েও পাঠ্যপুস্তক বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে, শিক্ষা উপকরণের মূল্য কমানোর দাবিতে স্কুল ধর্মঘটসহ নানা আন্দোলন কর্মসূচী পালন করা হয়। এভাবে আমাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র সমাজের সামনে এক আস্থার সংগঠনে পরিণত হয়। ২০০৭ সালে আগস্ট মাসে সেনা সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত আগস্ট ছাত্র বিদ্রোহেও আমাদের সংগঠন গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের তৎকালীন ছাত্র নেতাদের নামে জরুরী অবস্থা ভঙ্গসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা করে পুলিশি নির্যাতন চালানো হয়।

আমাদের দলের প্রত্যক্ষ গাইডেন্সে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শাসকশ্রেণির শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে বিকল্প শিক্ষানীতির পরিকল্পনা ও রূপরেখা ‘ শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে’ পুস্তিকার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে হাজির করা হয়। দেশের ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক, সাংস্কৃতিক, নারী, আইনজীবী, কৃষিবীদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধি ও প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা শিক্ষকসহ ১৩৯ জন আলোচকের অংশগ্রহনে ৬ দিন ব্যাপী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠান ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ এদেশে ছাত্রফ্রন্টই প্রথম করেছে।

দলের গণসংগঠনসমূহ

দলের অনেকগুলো গণ-সংগঠন ও সহযোগী গণসংগঠন রয়েছে। সে-গুলো হলো: সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এবং চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এছাড়াও পার্টির কিছু পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে যেগুলো নানা সময়ে স্ব-স্ব পেশার সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এ-সব সংগঠনগুলো হলো: প্রগতিশীল প্রকৌশলী, স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ ফোরাম, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম, প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্ট, প্রগতিশীল কৃষিবিদ কেন্দ্র, প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ফোরাম এবং প্রগতিশীল সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মী ফোরাম। শিশু-কিশোর মেলা এবং বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ নামেও আমাদের সংগঠন রয়েছে যা সাধারণভাবে সকল শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে প্রগতিশীল সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য চর্চা এবং যুক্তিবাদী চিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি করার জন্য কাজ করে থাকে। আমরা বিভিন্ন এলাকাতে পাঠাগার গড়ে তোলাও বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকি।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় ও জনজীবনের এমন কোন সংকট নেই যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে বাসদ তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেনি। একদিকে রাজনৈতিকভাবে বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া আবার অন্যদিকে দলের অভ্যন্তরে গোড়ামীবাদ, ব্যক্তিবাদ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই পরিচালনা করে বিপ্লবী ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে। গত ২০০৯ সালে আমাদের দলের প্রথম

কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসের ৪ তারিখে দলের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। কনভেনশনের প্রাক্কালে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে কনভেনশনের সময় অর্থাৎ ২০০৯ সাল পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরেছিলাম। তার ধারাবাহিকতায় এবার কংগ্রেসের সাংগঠনিক রিপোর্টে আমরা গত ১২ বছরের অর্থাৎ ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দলের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-আদর্শিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরছি।

কনভেনশনের পর এককভাবে, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা, সিপিবি-বাসদ, সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এবং পরবর্তীতে বাম গণতান্ত্রিক জোট এর মাধ্যমে যৌথভাবে জনজীবনের সংকট, রাজনৈতিক সংকট এবং অন্যান্য ইস্যুসমূহে আমরা আন্দোলন করেছি, কর্মসূচী পালন করেছি, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টিপাই বাধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এর সমস্যা নিরসনে আন্দোলন, বাঘাইছড়ি হত্যাকাণ্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন, ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, টিফা চুক্তি বিরোধী আন্দোলন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচাররের দাবি, তালিকা প্রকাশ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করে দ্রুত বিচারের দাবিতে আন্দোলন, সিপিবি-বাসদ ঐক্যের যাত্রা ও সংবিধান সংশোধন নিয়ে যৌথ বিক্ষোভ, মার্কিনীদের সাথে যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধের দাবি, অসম্পূর্ণতা দূর করে '৭২ এর সংবিধান পুনপ্রতিষ্ঠা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও গ্যাস-কয়লাসহ জাতীয় সম্পদ রক্ষার দাবিতে দলের উদ্যোগে দাবি সপ্তাহ পালন, পার্টি অফিসে র‍্যাব-পুলিশের তল্লাশী-তাণ্ডবের প্রতিবাদ, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুপ্তহত্যার প্রতিবাদ বাম মোর্চার আন্দোলন, আড়িয়াল বিলে বিমান বন্দর নির্মাণের প্রতিবাদে জনপ্রতিরোধ, র‍্যাবের গুলিতে পঙ্গু লিমনের পাশে বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ, সংবিধানের চার মূলনীতি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকারসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে সংবিধানে পূর্ণতা আনার দাবি, প্রীতিলতার জন্মশতবার্ষিকী পালন ও ভাস্কর্য নির্মানের আন্দোলন, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন, ভারতের সাথে ট্রানজিটের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ, মনমোহন

সিং এর সফর ও তিস্তার পানিবন্টন নিয়ে বিক্ষোভ। এছাড়া ২৭টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৭-২৯ নভেম্বর'১১ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠান, জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, বান কি মুনের আগমনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত, রাস্ট্রপতির সাথে সংলাপ- তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল রাখার দাবি, নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে সার্চ কমিটি গঠনের প্রস্তাব, সীমান্তে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা, নির্যাতন ও সরকারের নতজানু নীতির প্রতিবাদে আন্দোলন, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাংলাদেশ থেকে মার্কিন এস ও কম সেনা প্রত্যাহারের দাবি, বাম মোর্চা-সিপিবি'র যৌথসভায়- সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত- ঢাকা দক্ষিণে বাসদ নেতা কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের মেয়র পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, হিলারী-প্রণবের বাংলাদেশ সফর এর প্রতিবাদ, সিপিবি-বাসদ এর যৌথ আন্দোলনের ঘোষণা- দ্বিদলীয় রাজনীতির বাইরে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার আহ্বান, মার্কিন-ভারত চক্রান্ত রুখে দাড়ানোর আহবান নিয়ে পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ, রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে মায়ানমারের উপর চাপ সৃস্টির দাবি, বঙ্গোপসাগরে মার্কিন নৌ ঘাটি করার চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের আহবানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাবেশ- যুক্তরাস্ট্রসহ অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি প্রকাশের আহ্বান, রামুতে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে আন্দোলন, চট্টগ্রামে বীরকন্যা প্রীতিলতার ভাস্কর্য উন্মোচন, উত্তাল গণজাগরণ যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা দাবি- গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনে অংশগ্রহণ, টিকফা নিয়ে আন্দোলন, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা চালু এবং নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে আন্দোলন, আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিতে আন্দোলন, সমুদ্রের উপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিচারবিভাগের স্বাধীনতা হরণের চক্রান্তের প্রতিবাদ, ব্যাংক খাতে লুটপাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে আন্দোলন, তাজিয়া মিছিলে বোমা হামলার প্রতিবাদ, বাশখালীতে কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুলিশের গুলি ও হত্যাকাণ্ডের

প্রতিবাদে আন্দোলন, সিপিবি-বাসদ এর রেল রক্ষার দাবিতে কনভেনশন, ভারতের সাথে সম্পাদিত প্রতিরক্ষা চুক্তি বাতিল ও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে আন্দোলন- প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পেশ, অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটিতে অংশগ্রহন, অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে পার্টির উদ্যোগে সেমিনার, শ্রীলংকায় জেভিপি আয়োজিত অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, মার্কস এর জন্মদ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে সিপিবি-বাসদ এর সেমিনার, একই উপলক্ষে নেপালে আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ, ২০১৯ সালে ভারতের পাঞ্জাবে সিপিআইএমএল (লিবারেশন) এর কংগ্রেসে অংশগ্রহণ, ২০২১ সালে আইকর এর চতুর্থ সম্মেলনে জার্মানীতে অংশগ্রহণ, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে ও তাদের মায়ানমারের নাগরিকত্ব দিতে আন্দোলন-জাতিসংঘ মহাসচিবকে স্মারকলিপি পেশ, অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে জাতীয় কমিটির মহাসমাবেশ, শতবর্ষে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবঃ শিক্ষা অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা শীর্ষক সেমিনার, পাহাড়ে দুই আদিবাসী নেত্রী মন্টি ও দয়াসোনা চাকমাকে অপহরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, সিলেট বরিশাল ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এর কারচুপির প্রতিবাদ, শিল্পী শহিদুল আলম এর গ্রেফতারের প্রতিবাদ, নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন, রাস্ট্রপতি বরাবর বাম জোটের স্মারকলিপি পেশ অবাধ নির্বাচনের দাবিতে, ২০১৮ সালের নির্বাচনে ভোট ডাকাতি উন্মোচনে বাম জোটের গণশুনানী, ভোট ডাকাতির সংসদ বাতিলের দাবিতে আন্দোলন, ভারতের সাথে সম্পাদিত সকল অসম চুক্তি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন, করোনার প্রাদুর্ভাব-সমন্বিত উদ্যোগের দাবি, সরকারি প্রণোদনা প্রকল্প ধনীক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা ও লুটপাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বেশ কয়েকটি জেলায় করোনা প্রতিরোধে সমন্বয় কমিটি গঠন, রাস্ট্রীয় পাটকল বন্ধের ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাম জোটের কনভেনশন, করোনা মোকাবেলায় ব্যর্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এর দাবি, পাটকল খোলার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও, পাটকল খুলে দেয়ার দাবিতে আন্দোলনে জনার্দন দত্ত নান্টুসহ শ্রমিক নেতাদের নামে মামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে আন্দোলন, বান্দরবনে চিম্বুক পাহাড়ে ম্রো দের ভূমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সকল নাগরিককে বিনা মূল্যে

ভ্যাকসিন প্রদানের দাবিতে আন্দোলন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের লাঞ্চনা ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন, সুনামগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ, কুমিল্লাসহ সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

এছড়াও গ্যাস-বিদ্যুত-জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং স্থানীয় জনজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে এসময়ে যেসকল আন্দোলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ

গ্যাস সংকট নিরসনের দাবিতে আন্দোলন- নারায়ণগঞ্জ, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, চট্টগ্রামে ওয়াসার পানি সংকট নিরসনের দাবিতে আন্দোলন, রেলসেবার মান উন্নত করতে নারায়ণগঞ্জে আন্দোলন, নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রামগতি-কমলনগর রক্ষা ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ, বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য কমানো, সিন্ডিকেট ভাঙ্গা ও গ্রাম-শহরে রেশনিং চালুর দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন, যমুনার বাধ সংস্কারে দুর্নীতির প্রতিবাদ, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, মুল্যবৃদ্ধি ও লোডশেডিং এর প্রতিবাদে বাম মোর্চার বিক্ষোভ, শেয়ার কেলেংকারীর সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন, সিএনজি'র দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, বর্ধিত বাস ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন, সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দুর্ঘটনা রোধের দাবিতে মিছিল, কাউয়াদিঘীতে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে আন্দোলন, রেল যোগাযোগ উন্নয়নের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ, বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের দাবিতে পিডিবি অভিমুখে মিছিল ও গণঅবস্থান, রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ করে সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের দাবি, রেলভবন ঘেরাও, তেলের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে সিপিবি-বাসদ এর সংসদ অভিমুখে মিছিল, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে সিপিবি-বাসদ এর তিস্তা মার্চ, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিইআরসির সামনে সিপিবি-বাসদ এর অবস্থান, মানব পাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভারতের পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে সিপিবি-বাসদ এর মতবিনিময় সভা, রেলের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, রেলের আধুনিকায়ন, ডাবল লাইন চালু এবং রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণ ও রেলের দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধের দাবিতে ঢাকা থেকে জামালপুর, ঢাকা থেকে সিলেট, খুলনা থেকে সৈয়দপুর,

চাঁদপুর থেকে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিভিন্ন রুটে সিপিবি-বাসদ এর উদ্যোগে রেল যাত্রা কর্মসূচি পালন করা হয়, তিস্তা অভিমুখে রোডমার্চ, চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে আন্দোলন, কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজিবপুরে নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষার দাবিতে আন্দোলন, বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে অর্ধ দিবস হরতাল-৩০ নভেম্বর'১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে আন্দোলন, ব্যাংকিং খাতে লুটপাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে বাসদ এর রোড মার্চ, রাজউক এর অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ডেঙ্গু ও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিতে কর্মসূচি, পানির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, চালের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, ডিজেল-কেরোসিন-এলপিজি'র বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন, টিসিবি পণ্যের দাম কমানোর দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়।

আমাদের দল এবং বিভিন্ন গণসংগঠন জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনেও এককভাবে ও ঐক্যবদ্ধভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় সম্পদ রক্ষায় এই সময়ের আন্দোলন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সাগরের গ্যাস ব্লক ইজারা দেয়া ও পিএসসি-২০০৮ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, জলবায়ু উষ্ণায়ন বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় কমিটির আহবানে ঢাকা-ফুলবাড়ি লংমার্চ, পিএসসি ২০০৮ বাতিল ও সমুদ্রের গ্যাস ব্লক ইজারার প্রতিবাদে পেট্রোবাংলা ঘেরাও ও কালো পতাকা বিক্ষোভ, তৌফিক এলাহীকে অপসারণ এবং মার্কিন রাস্ট্রদূত মরিয়ার্টিকে অবাঞ্চিত ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ, পরমাণু বিদ্যুতের বিরোধিতা করে আন্দোলন, সুনেত্র গ্যাস ক্ষেত্র রক্ষার দাবিতে জাতীয় কমিটির আন্দোলন, জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির প্রতিবাদে জাতীয় কমিটির আহবানে ঢাকায় অর্ধ দিবস হরতাল, কনকো ফিলিপ্সের সাথে সাগরের গ্যাস ব্লক ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন, ঢাকা-সুনেত্র লংমার্চ অনুষ্ঠিত- বাপেক্স এর মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলনের দাবি, ঝুকিপূর্ণ পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিবাদ, টিপাই বাধ বিরোধী আন্দোলন, খনিজ সম্পদ রপ্তানী নিষিদ্ধকরণ আইন পাসের দাবিতে স্পীকারের নিকট জাতীয় কমিটির স্মারকলিপি, সুন্দরবন ও পরিবেশ ধ্বংস করে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিবাদ, রামপাল

কয়লা প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল ও সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় কমিটির ঢাকা-রামপাল লংমার্চ, জ্বালানী নীতি প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন, শেভরন ও নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবিতে আন্দোলন, সিপবি-বাসদ এর সুন্দরবন রক্ষা অভিযাত্রা, সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত- জাতীয় কমিটি, সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ, ২৬ জানুয়ারি'১৭ হরতাল- রামপাল ইস্যুতে, রামপাল প্রকল্প বাতিলের দাবিতে উপকূলীয় সমাবেশ-খুলনা, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে আন্দোলন, পিএসসি'২০১৯ বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় সম্পদ রক্ষায় মহাসমাবেশ, ভোলার গ্যাস ক্ষেত্র রুশ কোম্পানী গ্যাজপ্রমকে ইজারা দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, চট্টগ্রামে সি আর বি রক্ষার দাবিতে আন্দোলন ইত্যাদি।

আমাদের দলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধপরিকল্পনার বিরুদ্ধে এবং বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভূমিকা আমরা পালন করি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

ইরাকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলী হামলার প্রতিবাদে আন্দোলন, কোরীয় উপদ্বীপে মার্কিন যুদ্ধোন্মাদনার প্রতিবাদ, লেনিনের মরদেহ সরিয়ে নেয়ার প্রতিবাদ, লিবিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতির দাবি, সিরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের নিন্দা, অকুপাই ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট আন্দোলনের সাথে সংহতি, গাদ্দাফীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ, কমরেড কিম জং ইল এর মৃত্যুতে শোকবার্তা, ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলী যুদ্ধ হুমকির প্রতিবাদ, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর হামলার নিন্দা, সিরিয়ায় ইঙ্গ- মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ইউক্রেনে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদ, কিম জং ইল এর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা-সিপিবি-বাসদ, গ্রীসের জনগণের লড়াইয়ের সাথে সংহতি, জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করার মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভেনেজুয়েলায় সরকার উৎখাতে মার্কিন চক্রান্তের প্রতিবাদ, ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রতিবাদে ও কাশ্মীর এর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন, ভারত সরকারের

এন আর সি, এনপিআর এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংহতি, ভারতের কৃষক আন্দোলনের সাথে সংহতি, কিউবার উপর অবরোধ আগ্রাসনের নিন্দা, কাজাখাস্তানের উপর মার্কিন-রুশ আগ্রাসন পরিকল্পনার প্রতিবাদ।

আমাদের বিভিন্ন গণসংগঠনগুলো শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-নারী-সংস্কৃতি কর্মীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে সবসময়ই সোচ্চার থেকেছে। গনসংগঠনগুলোর উদ্যোগে এ সময়ে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য আন্দোলনগুলো হচ্ছেঃ

চা শ্রমিকদের ৭ দফা দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন, গরীব এন্ড গরীব সোয়েটার কারখানায় আগুনে পুড়ে ২১ শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে আন্দোলন, শ্রমিকদের জাতীয় নূন্যতম মজুরীর দাবিতে আন্দোলন, তাঁত শ্রমিকদের আন্দোলন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী নিয়ে আন্দোলন, চট্টগ্রাম ইপিজেডে অন্যায্য মজুরির প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সিরাজগঞ্জে জরি শ্রমিকদের আন্দোলন, গৃহশ্রমিকদের আইনগত স্বীকৃতি ও নির্যাতন বন্ধের দাবি, এসিআই কারখানায় শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ, শ্যামপুরে কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ৮ শ্রমিকের মৃত্যুতে বিক্ষোভ, ৭ দফা দাবীতে চা শ্রমিক ফেডারেশনের দাবি পক্ষ ও স্মারকলিপি পেশ, মৌলভীবাজারে চা শ্রমিকদের ধর্মঘট, পাওয়ার লুম শ্রমিকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন, আশুলিয়ায় শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ, তাজরিন ও স্মার্ট গার্মেন্টেসে মালিককে গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন, রানা প্লাজা ধ্বস, শ্রমিক হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলন, আজীবন আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি ৪৮ লক্ষ টাকা, তাঁত শ্রমিকদের সমাবেশ, তোবা গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে আন্দোলন, কালিয়াচাপড়া চিনিকল চালুর দাবিতে আন্দোলন, আলী আহাম্মদ রি রোলিং মিল চালুর দাবি, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, চান্দপুর ও বেগমখান চা বাগানে কৃষি জমি থেকে চা শ্রমিকদের উচ্ছেদ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট এর উদ্যোগে শ্রমিক নিরাপত্তা কনভেনশন, খসড়া ইপিজেড আইন নিয়ে শ্রমিক ফ্রন্টের বিক্ষোভ, টাম্পাকো দুর্ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন, রাজধানী স্টিল মিলস এর আন্দোলন, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা সৌমিত্র কুমার দাস ও

আহমেদ জীবন গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবিতে আন্দোলন, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের শ্রমিক সমাবেশে অংশগ্রহণ, হকার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন, ব্যাটারী চালিত রিকশার অনুমোদন ও আধুনিকায়নের দাবিতে আন্দোলন, ব্যাটারিচালিত রিকশা শ্রমিকদের আন্দোলন- ইমরান হাবিব রুমন ও মনীষা চক্রবর্তীসহ ৬ জনকে গ্রেফতার, সিলেটে আবু জাফর, প্রণব জ্যোতি পাল এবং জোবায়ের আহমেদ চৌধুরী সুমনসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মিথ্যা হয়রানীমূলক মামলা, শ্রম আইনে অগণতান্ত্রিক সংশোধনী বিরোধী আন্দোলন, প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহণ আইন বিরোধী আন্দোলন, রাস্ট্রায়ত্ব পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটে সমর্থন, রি রোলিং স্টিল মিল শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ২২০০০ টাকা দাবিতে আন্দোলন, কেরাণীগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ি মালিকের শাস্তির দাবিতে কর্মসূচি, পাটকল শ্রমিকদের ১১ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের শ্রমিক সমাবেশ, তাজরীন ও এ ওয়ানের শ্রমিকদের উপর পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদ, চিনিকল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, বাশখালীতে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন, শ্রমিকদের নূন্যতম জাতীয় মজুরী ২০ হাজার টাকা ঘোষণা করার দাবিতে আন্দোলন, সেজান জুস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ৫৪ শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে আন্দোলন। এ ছাড়াও ২০২০ সালের ৬ মার্চ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকা থেকে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন।

সুলভে কৃষি ঋণ প্রদান ও ভিজিএফ কার্ডে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, কোল্ড স্টোরেজ ও আলু চাষীদের দাবি নিয়ে আন্দোলন, আলু চাষীদের স্বার্থ রক্ষা ও কৃষি বাঁচানোর দাবিতে কৃষক ফ্রন্টের স্মারকলিপি, জাতীয় বাজেটের ৪০% কৃষি খাতে বরাদ্দের আন্দোলন, পানচাষীদের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন, হাওরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন, বিভিন্ন জেলায় ভূমিহীনদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ, বগুড়া ও রংপুরে আলুচাষীদের বিভাগীয় সমাবেশ, বাশখালীতে পানচাষীদের আন্দোলন, হাওরে ইজারা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন, কাজ ও খাদ্যের দাবিতে কৃষক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি, ফেনী নদীর ভাঙ্গন থেকে কৃষকদের রক্ষায় আন্দোলন, নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে প্রথম বিশ্ব কৃষক

সম্মেলনে কৃষক ফ্রন্টের অংশগ্রহণ, শাহজাদপুরে দুগ্ধচাষীদের নিয়ে আন্দোলন, নওগাঁয় মওলানা ভাসানী স্মরণে কৃষক-ক্ষেতমজুর-আদিবাসী সমাবেশ, হাওর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সিপিবি-বাসদ এর হাওর কনভেনশন, করোনায় কৃষকদের জন্য বরাদ্দের দাবিতে আন্দোলন। কৃষক, খেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ এর উদ্যোগে ঢাকার প্রেস ক্লাবে কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে কৃষক সমাবেশে কৃষক ফ্রন্টের অংশগ্রহণ।

২০১১ সালের জানুয়ারিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের প্রথম কেন্দ্রিয় সম্মেলন, নারী নির্যাতন ইভ টিজিং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, ইডেন কলেজে ছাত্রী নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন, প্রীতিলতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, সরকারের নারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রীতিলতার স্মৃতি রক্ষার দাবী, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ উদযাপন, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী পুরুষের সমানাধিকারসহ নারীনীতি প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন, ঢাবি শিক্ষিকাকে নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, খাদ্যে ভেজাল এর প্রতিবাদে নারী সেল ও মহিলা ফোরামের উদ্যোগে বিএসটিআই এর সামনে বিক্ষোভ, মুক্তিযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন, হেফাজতের দাবির মুখের নারী নীতি স্থগিতসহ হেফাজতের তেরো দফার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহের আন্দোলন এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবে নারী সমাবেশ, গৃহস্থলী কাজের আর্থিক মূল্য নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন, রংপুরে বেগম রোকেয়া স্মরণে নারী সমাবেশ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে জাতীয় কনভেনশন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে শিশু কনভেনশন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন'২০১৭ এর বিশেষ ধারা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন, নোয়াখালীর সুবর্ণচরে গণধর্ষণের প্রতিবাদে আন্দোলন, সৌদি আরবে নারী গৃহ শ্রমিকদের উপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ, ধর্ষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহের সমাবেশ। ২০১৯ সালে আইকর এর মহিলা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সম্মলেনে ব্যাঙ্গালোরে মহিলা ফোরামের অংশগ্রহণ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ দফা দাবিতে আন্দোলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হত্যা – (ফারুক

হত্যা- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ইস্যুতে রাস্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি পেশ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের রজতজয়ন্তী এবং ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, আমেরিকার ছাত্র নেতাদের অংশগ্রহণ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিলের আন্দোলন, বাজেটে ২৫ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবিতে আন্দোলন, আন্দোলনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক কোর্স স্থগিত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বিরোধী আন্দোলন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইনিং এর খাবারের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি ও ডাইনিং চার্জ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, জগন্নাথ বিশবিদ্যালয়ে ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ, বুয়েটে ছাত্র ফ্রন্ট নেতাকর্মীদের উপর ছাত্রলীগের দফায় দফায় হামলার প্রতিবাদ, ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব বিশ্বে পরিবর্তন নিয়ে সেমিনার, শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে স্কুল উৎসব, নন কলেজিয়েট ফি ও ক্লাসে উপস্থিতির ওপর নাম্বারের বিধিমালার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন, ইডেন কলেজের সামনের রাস্তা প্রীতিলতার নামে নামকরণের দাবিতে আন্দোলন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি ফরমের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদখলকৃত হল উদ্ধার ও নতুন হল নির্মাণের দাবি, সন্ত্রাস-দখলদারীত্ব ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধের দাবিতে রাস্ট্রপতি বরাবর ছাত্র জোটর স্মারকলিপি পেশ, পরিবহণে ৫০% ছাত্র কনসেশনের দাবিতে আন্দোলন, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপের নিন্দা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সংসদ অভিযান, জগন্নাথ, কুমিল্লা ও নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত ফি বিরোধী সফল আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনের দাবিতে মঞ্জুরি কমিশন ঘেরাও, শিক্ষা দিবসের ৫০তম বার্ষিকীতে ছাত্র সমাবেশ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ, আন্দোলনের চাপে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন ফি প্রত্যাহার, সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির ফল বিপর্যয় ও সেশন জট নিরসনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স ও বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন, ইডেন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা ও প্রীতিলতার নামে নামকরণের দাবিতে আন্দোলন, ছাত্র ফ্রন্টের

তিন দশকের উদ্বোধনী সমাবেশ, শিক্ষা বাণিজ্য বিরোধী জাতীয় কনভেনশন আয়োজন ছাত্র ফ্রন্ট এর উদ্যোগে, নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন, ছাত্র ফ্রন্ট এর তিন দশকের সমাপনী সমাবেশ- ভারত, নেপাল, শ্রীলংকার ছাত্র নেতৃত্বের অংশগ্রহন, ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপালের পাশে দাড়ানোর আহ্বান- নেপাল-বাংলাদেশ প্রগতিশীল ছাত্র ঐক্য, শিশু অধিকার রক্ষায় জাতীয় কনভেনশন, আন্তর্জাতিক শিক্ষা বাণিজ্য প্রতিরোধ দিবস পালন, ছাত্র ফ্রন্টের সপ্তম কর্মী সদস্য সম্মেলন, ছাত্র ফ্রন্টের চতুর্থ কেন্দ্রিয় সম্মেলন- দশ সহস্রাধিক ছাত্রের মিছিল- ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, মালেয়শিয়ার ছাত্র নেতৃত্বের অংশগ্রহন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জোবায়ের হত্যার প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবিতে আন্দোলন, উপাচার্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগরে আন্দোলন, তনু হত্যার প্রতিবাদে দেশজুড়ে আন্দোলন, ছাত্র জোটের আহবানে দেশব্যাপী অর্ধ দিবস হরতাল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন, ভ্যাট বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ধর্মীয় ও রাস্ট্রীয় ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা, হলের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন, ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগের দাবিতে আন্দোলন, পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ ও শিক্ষা আইন বিরোধী আন্দোলন, হাইকোর্টের সামনে ভাস্কর্য সরানোর প্রতিবাদে আন্দোলন, ইউজিসি ঘেরাও কর্মসূচী-পুলিশি হামলা, রাঙ্গামাটিতে পাহাড় ধ্বসে ক্ষতগ্রস্তদের পাশে ছাত্র ফ্রন্ট, অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন ছাত্র পরিষদের আলোচনা সভা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতায় সর্বজনের শিক্ষা, প্রশ্নফাস বিরোধী আন্দোলন, তনু হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন, দেশব্যাপী নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন, রাশিয়াতে বিশ্ব যুব উৎসবে অংশগ্রহণ, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সভা- ছাত্র ফ্রন্টের অংশগ্রহণ, নুসরাত হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৫ম কেন্দ্রিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত, আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন, করোনায় ত্রাণ চুরির বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা, ত্রাণ নিয়ে লুটপাট বন্ধের দাবিতে ছাত্র ফ্রন্টের কর্মসূচি, খাগড়াছড়িতে আদিবাসী নারী ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন, এমসি কলেজে নারী ধর্ষণ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নামে প্ল্যাটফর্ম গঠন করে

দেশব্যাপী আন্দোলন, ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ এর লংমার্চ, বিভাগীয় সমাবেশ, ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ, কারাগারে রাস্ট্রীয় হেফাজতে লেখক মোশতাক আহমেদ হত্যার বিচার ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলে দাবিতে আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হল খুলে দেয়ার দাবিতে আন্দোলন, ঢাকায় ধর্ষণ বিরোধী গণসমাবেশ, ঢাকায় নরেন্দ্র মোদীর আগমনের প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২০ বাতিলের দাবি, উচ্চ মাধ্যমিকে ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রতিবাদ, জাতীয় শিক্ষাক্রম নিয়ে মতবিনিময় সভা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার মাঠ রক্ষার দাবিতে আন্দোলন, গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিতে অতিরিক্ত আবেদন ফি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে আন্দোলন।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা কুষ্টিয়াসহ সারা দেশে লালন স্মরণোৎসব পালন, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপন, বাউল রনেশ ঠাকুরের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার প্রতিবাদ, নুসরাত হত্যার প্রতিবাদে উদিচী, বিবর্তনসহ প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শরিয়ত বয়াতীর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন, ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ, বিজয় দিবস উপলক্ষে 'মুক্তির সংগ্রাম ও আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সি আর বি রক্ষার দাবিতে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন স্থানে শিল্পীদের নামে মামলা দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন কর্মসূচী পালিত হয়।

করোনা মোকাবেলায় ত্রাণ তৎপরতাঃ বাসদ এর উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় কমিউনিটি কিচেন ও মানবতার বাজার চালু, করোনাকালের বেতন-ফি ও শিক্ষার্থীদের মেস ভাড়া মওকুফের দাবিতে আন্দোলন, করোনা মোকাবেলায় বিনামূল্যে অক্সিজেন সরবরাহ কার্যক্রম চালু, অদম্য পাঠশালা দেশব্যাপী, ফ্রি এম্বুল্যান্স সার্ভিস দেয়া, মাস্ক-স্যানিটাইজার-পিপিই বিতরণ করা, জীবাণুনাশক স্প্রে করা। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ ও খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ত্রাণ, চিকিৎসা সামগ্রী ও ভ্যাকসিন নিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনা করা হয়।

দলীয় প্রকাশনা

দল প্রতিষ্ঠার পর শুরুতে দলীয় মুখপত্র হিসেবে নয়া ইশতেহার নামে পত্রিকা প্রকাশিত হত। পরবর্তীতে 'ভ্যানগার্ড' নামে দলের মাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। পার্টির সূচনালগ্ন থেকে এই পত্রিকা কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। দল নানা বিষয়ের ওপর বেশ কিছু বইও প্রকাশ করেছে। দল যে-সব বই প্রকাশ করেছে সেগুলো হলো ১) সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে; ২) বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ); ৩) বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র (একটি মতবাদিক বিতর্ক - ১); ৪) মতবাদিক বিতর্ক - ২: পুঁজিবাদের বিকাশ ও বাজার প্রসঙ্গে (জনাব দাউদ হোসেনের সমালোচনার জবাব); ৫) মতবাদিক বিতর্ক (৩) ৫) মতবাদিক বিতর্ক (৪) ৬) মতবাদিক বিতর্ক (৫) ৭) মতবাদিক বিতর্ক (৬) ৮) মতবাদিক বিতক (৭) ৯) মার্কসবাদের দাস সংস্করন: সাপ্তাহিক একতায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জবাব ১০) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও গণ-আদালত প্রসঙ্গে; ১১) মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নজরুল; ১২) বীরকন্যা প্রীতিলতা স্মরণে; ১৩) বিপ্লবী দলের অর্থ সংগ্রহ প্রসঙ্গে ১৪) ব্লাসফেমি আইন: গণতন্ত্র ও সভ্যতা বিরোধী ১৫) ট্রানজিট-হাইওয়ে বিতর্ক: পানি চুক্তি এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ১৬) পার্বত্য চুক্তি প্রসঙ্গে ১৭) আর্সেনিক: ভয়াবহ এক মানবিক বিপর্যয়ের মুখে বাংলাদেশ ১৮) বাসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৯) ইরাক দখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন ২০) ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প: সাহারা মরুভূমির পথে বাংলাদেশ ২১) সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন: বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয় ২২) নোবেল শান্তি পুরস্কার: গ্রামীন ব্যাংক ও ড. মুহাম্মদ ইউনুস ২৩) ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং প্রসঙ্গ ২৪) নদী ও পানি সম্পদ আগ্রাসন প্রতিরোধ করুন: টিপাই মুখ বাঁধ

প্রকল্প: মৃত্যুর মুখে সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা ২৫) বাংলাদেশের জ্বালানী নিরাপত্তা: জাতীয় স্বার্থবিরোধী পিএসসি ও গ্যাস চুক্তি প্রসঙ্গে ২৬) গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভ্যানগার্ড ২৭) শতবর্ষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব: ইতিহাস, অর্জন ও শিক্ষা ২৮) ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক পরিবার থেকে বৃহত্তর বাসদ পরিবারের সদস্য হোন ২৯) বেগম রোকেয়া: জীবন সংগ্রাম ও শিক্ষা ৩০) কাশ্মীর: সৌন্দর্য এবং বিশ্বাসঘাতকতার একটি উপত্যকা ৩১) মহান কার্ল মার্কসের জীবন-সংগ্রাম ও বিপ্লবী দর্শন ৩২) রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ৩৩) দেশে বিদ্যমান সমস্যা এবং তার সমাধান ৭ দফা ৩৪) নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা: সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ ৩৫) শামসুর রাহমান স্মরণে

পুন:প্রকাশিত পুস্তিকা ও অনুবাদ গ্রন্থঃ ১) প্রাণের উৎস - সুবির বসু রায় ২) শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং - সুধীর ভট্রচার্য্য ৩) দিতে পারি তরী পাড়ি আরও হাজার বছর - সন্ধানী মিত্র: হো-চি-মিন এর জীবন সংগ্রামের কিছু দিক ৪) স্ট্যালিন-বিরোধী মিথ্যাচারের উৎস সন্ধানে - মারিয়া সৌসা ৫) সমাজ, বিজ্ঞান ও পাপ - ডাইসন কার্টার ৬) মে দিবসের ইতিহাস - আলেকজান্ডার ট্রাকটেনবার্গ ৭) কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের মূলনীতি-লেনিন ৮) শরত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে; ৯) শহীদ ই আজম ভগত সিং; ১০) মার্কসবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে; ১১) বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি; ১২) নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি; ১৩) চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত মিলিটারি হস্তক্ষেপ ও আধুনিক সংশোধনবাদ প্রসঙ্গে;

এছাড়াও দলের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন সমসাময়িক বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নানা সময়ে নানা ধরণের বই এবং পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের মুখপত্র অধিকার এর বেশ কিছু সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মুখপত্র অভিমত প্রকাশিত হয়েছে অনিয়মিতভাবে। এর বাইরে ছাত্র ফ্রন্টের যে সকল পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তা হল, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে কেন ছাত্র সমাজ রাজনীতি করবে, ছাত্র আন্দোলনে চাই সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, চাই আদর্শের বাংলাদেশ-চরিত্রের বাংলাদেশ, মনীষী ভাবনায় শিক্ষা,

ছাত্র ফ্রন্ট প্রকাশনার নির্বাচিত সংকলন-১, সমাজতন্ত্রে শিক্ষা, ছাত্র রাজনীতি নয় সন্ত্রাস প্রতিহত করুন, ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ, শিক্ষা সম্মেলন-স্মারক গ্রন্থ,

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এর মুখপত্র নারীমুক্তি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও রোকেয়া, মাদাম কুরী, বীরকন্যা প্রীতিলতাকে নিয়ে মহিলা ফোরামের উদ্যোগে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমস্যায় বাসদের অবস্থান

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাসদ বাংলাদেশের সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই পরিচালনা করছে। একই সাথে এই দল সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, বর্ণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার সংগ্রাম, দক্ষিন আফ্রিকায় বর্ণবাদ বিরোধী লড়াই, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, ইরাক, ভেনেজুয়েলাসহ বিভিন্ন দেশের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দল অসংখ্য গণ-সমাবেশ ও প্রতিবাদ সমাবেশ সংগঠিত করে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহন করে। যুগোস্লাভিয়াতে আগ্রাসনের সময় ১৯৯৯ সালে বেলগ্রেডে চাইনিজ অ্যামেবসিতে আমেরিকান মিসাইল আক্রমনের তীব্র প্রতিবাদ জানায় বাসদ। ইরাকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দখলাভিযানের বিরুদ্ধে সংগঠনের নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচী এবং মিছিল-সভা সমাবেশ দলকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি শক্তি হিসেবে জনগণের মধ্যে উজ্জল ভাবমূর্তি দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। মার্কিন আগ্রাসনের পূর্ব মুহুর্তে আমাদের দলের তৎকালীন আহবায়ক বাগদাদে একটি সংহতি সমাবেশে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহন করে। পার্টি সেখানে ইরাকসহ দুনিয়ার সকল দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের মুক্তির আন্দোলন এবং যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে।

আমাদের দল ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কয়েকটি কনভেনশনে অংশগ্রহন করে। আমরা প্রাক্তন ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল রামসে ক্লার্কের নেতৃত্বে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-ইমপেরিয়ালিস্ট এন্ড পিপলস সলিডারিটি কোঅর্ডিনেটিং কমিটির কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন

করি। কানাডা থেকে প্রকাশিত বামপন্থী পত্রিকা নর্থস্টার কম্পাস পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের দলের তৎকালীন আহবায়ক দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে এই সংগঠনের উদ্যোগে লেবাননের বৈরুতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কনফারেন্সেও আমরা অংশগ্রহন করি। আমরা ১৯৯৫ সাল থেকে নেদারল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, ফ্রান্স, নেপাল, লেবানন এবং ব্রাসেলসে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছি। আমরা ২০১১ সালে ঢাকায় একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করি। সেই অনুষ্ঠান থেকে আমরা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবনা রাখি। সেই প্রস্তাবগুলো ছিলো:

১) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চরিত্রগত দিক থেকে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন কিন্তু ১৯৪০-এর দশক থেকে পৃথিবীতে কোনো কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল নেই। পৃথিবীর দেশে দেশে যে-সব কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো আছে তাদের মধ্যে সকল স্তরে - আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ভেতরকার সমস্যা যতটা সম্ভব কমিয়ে নিয়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া এই মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

২) সারা দুনিয়ার বিশেষভাবে আঞ্চলিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকা দরকার যাতে কোনো একটি দেশে শ্রমিকদের ওপর আক্রমন হলে একইসাথে সারা দুনিয়ায় বিশেষভাবে আঞ্চলিক পরিসরে প্রতিবাদের সূচনা করা যায়। একই ধরণের উদ্যোগ গ্রহন করা যায় ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনগুলোর একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং নারী সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে।

৩) আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নানা স্তরের শক্তিসমূহকে সংগঠিত করে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পরিসরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে বেগবান করার লক্ষ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহন করা জরুরী।

৪) পুঁজিবাদ- সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ থেকে বিপ্লবী সংগ্রামকে রক্ষা

করার প্রয়োজনে দুনিয়ার দেশে দেশে পুঁজিবাদ- সাম্রাজ্যবাদের দোসর মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে বিপ্লবী সংগ্রামকে বেগবান করার উদ্যোগ গ্রহন করাও জরুরী হয়ে পড়েছে।

৫) মানুষ হত্যা, দেশ দখল ও সম্পদ লুন্ঠনের সমর প্রস্তুতি বন্ধ করা, সামরিক বাজেটে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে বাতিল করা এবং দেশের সকল মানুষের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দাবিতে ছাত্র-যুব সমাজের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংহতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া জরুরী।

বাংলাদেশ একটা পুঁজিবাদী দেশ। পুঁজিবাদী পথে দেশ পরিচালিত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের অর্ধ শতাব্দী পার হলেও দেশের মানুষের নূন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জিত হয়নি। পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বহাল রেখে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে আমরা লড়ছি। শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন নয় ব্যবস্থা বদলের এক দীর্ঘ লড়াইয়ের মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে আমরা আমাদের এই সংগ্রাম পরিচালনা করছি। দলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৪২ বছর ধরে আমাদের এই যাত্রায় নানা বাধা বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন আছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্যচ্যুত হইনি এবং দল হিসেবে কখনো হতোদ্যম হয়ে পড়িনি। বরং বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুতর কোন ভুল না করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। যদিও পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারলেও সাংগঠনিক সামর্থ্যের অভাবে যেভাবে যতটুকু ভূমিকা রাখা প্রয়োজন ছিল তার সবটুকু আমরা করতে পারিনি। তবে একথা নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি আমাদের আন্দোলন সংগ্রামে ভুমিকার কারণে বাংলাদেশের সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির আন্দোলনে বাসদ আজ এক অপরিহার্য নাম। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বহু আক্রমণ মোকাবিলা করে আমাদের দলের বিকাশের ধারা অব্যাহত আছে। ফলশ্রুতিতে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে আমাদের দলের প্রভাব অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেড়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, পুঁজিবাদী শোষণ লুণ্ঠন বাড়ছে, বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শ্রমিক, কৃষক, নারী, ছাত্র, সংস্কৃতি কর্মী,

আদিবাসীসহ সমাজের এমন কোন অংশ নেই যারা নিপীড়িত হচ্ছেন না। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে নানা প্রতিরোধ গড়ে উঠছে এবং শাসকগোষ্ঠী নিষ্ঠুরভাবে তা দমন করছে। তথাকথিত উন্নয়ন আর দৃশ্যমান বৈষম্য মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে প্রতিদিন। মানুষ চায় এর অবসান কিন্তু পথ এবং পদ্ধতি তাঁরা জানেনা। ফলে হতাশা এবং আধ্মাত্যবাদিতা প্রবল হচ্ছে। এমন সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের সংগ্রামে এবং ভবিষ্যতের দায় পালনের লক্ষ্যে আমাদের দলের প্রথম কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এক ধাপ অগ্রগমন ঘটাবে।

দুনিয়ার মজদুর এক হও
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ
সমাজতন্ত্র অজেয়

খালেকুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাসদ

তাং- ৪ মার্চ ২০২২ ইং

ঢাকা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ফোন: ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭১২০২৩১; ২২৩৩৫২২০৬
ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫১৩৩৫
ই-মেইল: mail@spb.org.bd, ওয়েবসাইট : www.spb.org.bd
প্রকাশকাল : ২ জুন ২০২২
দাম—১০ টাকা